Website: www.bangladesh-bank.org
www.bangladeshbank.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা ।

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-০৮

তারিখ: সেপ্টেম্বর ২৪, ২০০৭ / আশ্বিন ০৯, ১৪১৪

প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

শিল্পকারখানা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত, কর্মসংস্থান সৃষ্টি,উৎপাদনের পরিবেশ বজায় রাখার বিষয়ে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ প্রসংগে ।

দুর্নীতি, কর ফাঁকি ও অপরাধমূলক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকারের গৃহীত ধারাবাহিক কার্যক্রমের ফলে দেশের বেশ কিছু ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি আটক কিংবা দেশে বিদেশে পলাতক রয়েছেন । ফলে এ সকল শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাংকিং লেনদেন এর ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে মর্মে জানা গেছে । ফলশ্রুতিতে এসব প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার প্রেক্ষাপটে বাজারে এসব প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের সরবরাহ হ্রাস পাওয়া, সরকারের রাজস্ব আয় সংকুচিত হওয়া এবং এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী/শ্রমিকদের কর্মহীন হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে । তাছাড়া দুর্নীতি বিরোধী ও কর ফাঁকি প্রতিরোধ অভিযানের প্রেক্ষিতে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনাকাংখিত ভীতি ও আস্থার সংকট পরিলক্ষিত হচ্ছে যার ফলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়ার আশংকা রয়েছে মর্মে বিভিন্ন গণমাধ্যম ও অর্থনীতিবিদগণ আশংকা প্রকাশ করছেন ।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে দুর্নীতি, কর ফাঁকি, অপরাধমূলক কর্মকান্ডের প্রেক্ষিতে আটক/পলাতক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেমন জরুরী তেমনি এসকল ব্যক্তির মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যবসায়িক কার্যক্রম ও উৎপাদন অব্যাহত রেখে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার বিষয়টিও নিশ্চিত করা আবশ্যক ।

বর্ণিত অবস্থা বিবেচনা করে এসকল শিল্প/ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কর্মকান্ড অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ।

"কোন শিল্প গ্রুপের মালিক বা মালিকদের কেউ যদি ফৌজদারী বা দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত হন তাহলে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তের বিরূদ্ধে আইনানুগ কার্যক্রমে ব্যাংকের করার কিছু নেই । কিন্তু উক্ত শিল্প গ্রুপের ঋণ শ্রেণীকরণ, নূতন ঋণ ইস্যু, এলসি খোলা ইত্যাদি কার্যক্রমে ফৌজদারী মামলার বিষয়টিকে subjective ভাবে না দেখে objective ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে । ব্যাংক তার কার্যক্রম সম্পাদন করবে ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে । সংস্থা ও ব্যক্তির ভুমিকাকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে বিচার করা সমীচীন হবে ।"

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকল্পে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সকল তফসিলী ব্যাংককে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে । বাংলাদেশ ব্যাংক এ বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণ করবে ।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন ।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(নব গোপাল বণিক)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন-৭১১৭৮২৫